দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

026

শিক্ষাঙ্গনে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত আদিম এবং বিজ্ঞান সম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। আর এই পদ্ধতিগত কারণে ৪ বছরের কোর্স শেষ হতে ৭/৮ বছর লেগে যাচ্ছে। ছাত্র জীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। পাস করতে করতে চাকরি পাবার নির্দিষ্ট বয়স (২৭) পার হয়ে যাচ্ছে অনেক আগেই। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে নিজের উদ্যোগে কোন খামার স্থাপনও সম্ভব হয় না। ফলে পাস করার পরও নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করার মত কোন সন্ধান পাচ্ছে না। যদিও দেশে বাস্তব অবস্থায় অনেক কৃষিবিদ প্রয়োজন তথাপিও. বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বেকারত্বের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

এই শিক্ষায়তনে প্রতিবর্ষে মোট তিনটি পরীক্ষা দিতে হয়। মোট নম্বরের ২০% নম্বরের প্রথম দু'টি পরীক্ষা দিতে হয় যা 'প্রিরিয়ডিক্যাল' নামে পরিচিত। বাকি নম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতি বিষয়ে ৪০% এবং মোট ৪৫% নম্বর পেলে সেই পরীক্ষার্থীকে 'পাস' বলে গণ্য করা হয়। যদি কোন শিক্ষার্থী 'ফেল' বলে গণ্য হয় তবে তাকে পরবর্তী বর্ষে বা পর্বে প্রিরিয়ডিক্যালসহ চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয়। এ জন্যে একটা ছাত্রের ২—২১/২২ বছর সময় নষ্ট করতে হয়।

যেহেতু বর্তমানে এখানকার প্রতিটি বর্ষ অতিক্রম করতে ২—২১/২২ বছর লাগছে। ফলে, সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির অভাবে শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা অত্যন্ত পৌরাণিক এবং বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এ সব পদ্ধতি এখন অচল। এ সব পুরাতন পদ্ধতি পরিহার করে উন্নত পদ্ধতি চালু করা দরকার। এ জন্যে আমরা 'ক্যারিওভার' বা 'কোর্স সিস্টেম'-এর কথা চিন্তা করতে পারি। যা দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। 'ক্যারিওভার' সিস্টেমের ফলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে 'সেসন জট' নেই যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট সমস্যা। এর ফলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোর সেসন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হচ্ছে। আমরাও যদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ নিয়ম চালু করতে পারি তবে 'সেসন জট' মোকাবেলা করতে পারি। উপরোক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কোর্স শেষ করতে পারি। এছাড়া 'কোর্স সিস্টেম' ও উন্নত পরীক্ষা পদ্ধতি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলোর প্রায়োগিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অর্থ দেশকে উন্নতির পথে চালিত করার প্রচেষ্টা। উক্ত পদ্ধতিগুলো চালু করতে পারলে আমরা কতকগুলো সুবিধা পেতে পারি। যেমন

(১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কোর্স সমাধা করতে পারছি। ফলে, যথা সময়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারছি। কৃষির সংকটকালে কৃষিবিদদের ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(২) এ সব পদ্ধতিতে অটোমেশন প্রথা এমনিতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আতংকের কারণ।

(৩) এ সব পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পড়াশুনা করতে বাধ্য করে। এতে শিক্ষার মানও উন্নত হচ্ছে, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সন্ত্রাসমূলক ছাত্র রাজনীতি থেকে সহজে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

(৪) যেহেতু, নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং চাকরি পাবার বয়স (২৭) পাস করতে করতে শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। এ কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের দুঃচিন্তায় ভুগতে হয় তা আর করতে হবে না। এই উন্নত পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে, আমরা এক সংগে অনেকগুলো সমস্যার মোকাবেলা করতে পারছি। সুতরাং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ ধরনের পদ্ধতির কথা চিন্তা ভাবনা করবেন বলে সবায় আশা পোষণ করছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, পশু চিকিৎসা, মৎস্য, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি প্রকৌশল এ ৬টি অনুষদ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (পিএইচডিসহ) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। দেশের প্রয়োজনে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার জন্যে মূলতঃ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে তেমন কোন সুযোগ নেই। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যায় পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে যথাযথভাবে দেশের কৃষি সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রধান উপায়। যেহেতু, দেশে কৃষি বিষয়ক সমস্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমস্যা তার রূপ এবং গতি পথ বদলাচ্ছে। সেজন্য স্নাতকোত্তর ব্যাপক সংখ্যক কৃষিবিদ প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণে রয়েছে অহেতুক অনেক বাধা।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের কোর্সের স্নাতক ডিগ্রীকে টারমিনাল ডিগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দক্ষ কৃষিবিদ তৈরীর ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার বেশ প্রয়োজন। এত প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু নিয়মের অভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রী এমএসসি করার সুযোগ পাচ্ছে না। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর এর সংখ্যা অনেক বেশী এবং প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী এমএসসি পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভর্তির জন্যে প্রতিনিয়ত ঘুরছে প্রশাসনের কাছে। কিন্তু না, এর কোন সুরাহা হচ্ছে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যত সহজে এমএসসি/এমএ/এমকম ভর্তি হওয়া যায়। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তত সহজে ভর্তি হওয়া যায় না— এমএসসিতে ভর্তির জন্যে রয়েছে 'মার্কস ব্যরিয়ার'। এই ব্যরিয়ারের কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জানা গেছে, অনেক ডিপার্টমেন্টে অনেক আসন খালী রয়েছে। তবু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হচ্ছে না। ফলে, চাকরি সমস্যার এই দিনে তারা না পাচ্ছে চাকরি না পাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ভর্তি হতে।

সীট খালী রয়েছে ছাত্র ভর্তি করানো হচ্ছে না, এটা কি শিক্ষা বিকাশের সহায়ক?

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমএসসি করতে হলে স্নাতক পরীক্ষায় সর্বমোট ৫০% এবং যে বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক সে বিষয়ে ৫৫% নম্বর পেতে হবে। এর সামান্যতম ব্যতিক্রম হলেও এমএসসি করতে দেয়া হবে না। অথচ এ রকম নিয়ম দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে এ ধরনের নিয়ম কেন? নাকি কৃষি শিক্ষার পিছনে কোন অশুভ ইংগিত? বিগত কয়েক বছর আগে উভয়তে ৫৫% নম্বর পেয়েই এমএসসি করা যেতো। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে পূর্ব উল্লেখিতভাবে শিথিল করা হয়। বর্তমানে এ রীতি-নীতি উচ্চ শিক্ষার জন্যে ক্ষতিকারক। বিশেষ করে কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

বিগত কয়েক বছর থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি ভর্তি হতে পারছে না। তারা দেশে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করছিল। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এ প্রবণতা আরো বেশী করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ কৃষি শিক্ষার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে নিঃসন্দেহে কৃষি শিক্ষার বিকাশকে রুদ্ধ করে দেবে।

ইতিমধ্যে উল্লেখিত দাবীসহ ছাত্রবৃত্তি বাড়ানো হলে সাবসিডি প্রদান, সীট সমস্যার সমাধান, ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণহীন স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীর দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে। ইতিমধ্যে দাবীর স্বপক্ষে ছাত্রদের আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এবং কৃষি শিক্ষা বিকাশের জন্যে দাবী-দাওয়াগুলো বিবেচনা করা বেশ প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ এ জন্যে আশা ব্যঞ্জক সাড়া দেবেন বলে আমরা আশা করি।

—রনজিত
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২৩৭/ নাজমুল আহসান হল